জাতিসংঘ সাপ্তাহিক সংবাদ সংক্ষেপ

সংখ্যা – নভেম্বর ২০০৯/০৩

জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র,ঢাকা

সংবাদ শিরোনাম ঃ

* কোপেনহেগেনের ব্যর্থতার পরিণতি সম্পর্কে জাতিসংঘ দুর্যোগ বিষয়ক বিশেষজ্ঞের হুশিয়ারি
* পাকিস্তানে গৃহহীন লাখো মানুষকে সহায়তা করছে দাতা সংস্থাগুলো –জাতিসংঘ
* জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় নারীরা মূল ভুমিকা রাখতে পারে বলে জাতিসংঘের প্রতিবেদনে গুরুত্বারোপ
* জেরুজালেমে বসতি স্থাপন সম্প্রসারণে ইসরায়েলি সিদ্ধান্তের নিন্দা করেছেন বান

কোপেনহেগেনের ব্যর্থতার পরিণতি সম্পর্কে জাতিসংঘ দুর্যোগ বিষয়ক বিশেষজ্ঞের হুশিয়ারি

২০ নভেম্বর– আগামী মাসে কোপেনহেগেনে অনুষ্ঠিত জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক সম্মেলনের ফলাফলের ওপর যারা ঘনিষ্ট নজর রাখছেন প্রাকৃতিক দুযোর্গ হ্রাস বিষয়ক জাতিসংঘ সংস্থার প্রধান তাদের অন্যতম। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ক্রমবর্ধমান হারে ঘন ঘন ঘটা মারাত্মক ধরনের প্রাকৃতিক দুযোর্গের ধ্বংসলীলা তিনি সরাসরি প্রত্যক্ষ করেছেন।

জাতিসংঘ দুযোর্গ হ্রাস বিষয়ক আন্তজার্তিক সংস্থার (আইএসডিআর) প্রধান মার্গারেটা ভালস্ট্রম তাদের নিউজমেকার সিরিজের অংশ হিসেবে জাতিসংঘ সংবাদ কেন্দ্রের সাথে এক সাক্ষাতকারে বলেন," আমরা যারা দীর্ঘদিন ধরে দুযোর্গ নিয়ে কাজ করছি তারা ইতোমধ্যেই এক চরম অবস্থার উত্তরণ দেখতে পাচ্ছি।"

জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক নোবেল পুরস্কার বিজয়ী আন্তঃসরকার প্যানেলের (আইপিসিসি) সর্বসাম্প্রতিক প্রতিবেদনে বলা হয় জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে আবহাওয়ার সাথে সম্পর্কিত প্রাকৃতিক দুযোর্গ যথা ঝড়, প্রবল বর্ষণ, বন্যা, খরা এবং তাপ প্রবাহ ঘন ঘন ও আরও তীব্র আকারে দেখা দিতে পারে।

মিজ ভালস্ট্রম বলেন, আমরা আরও মারাত্মক প্রাকৃতিক ঘটনা, আরও বন্যা ও খরার আশংকা করছি। সুইডেনের নাগরিক মিজ ভাসস্ট্রম ২৫ বছরেরও বেশি সময় ধরে দুযোর্গ ব্যবস্থাপনা , উন্নয়ন ও মানবিক ইস্যু নিয়ে কাজ করছেন। তিনি ২০০৪ সালে ভারত মহাসাগরীয় সুনামিতে ক্ষতিগ্রস্ত জনগণের জন্য ত্রাণ কার্যক্রমে জাতিসংঘের বিশেষ সমন্বয়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

জেনেভা-ভিত্তিক এই সংস্থাটি (আইএসডিআর) দুযোর্গের ঝুঁকি হ্রাসকে জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে খাপ- খাওয়ানোর ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপুর্ণ বিষয় বলে মনে করছে। দুর্যোগের ঝুঁকি হ্রাস ও জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে খাপ-খাওয়ানো আমাদেরকে একই লক্ষ্য পুরণের দিকে নিয়ে যাবে, তা'হল আবহওয়া ও জলবায়ু সংক্রান্ত বিপর্যয়ের বিপন্নতা হ্রাস করা।

মিজ ভালস্ট্রম বলেন যখন আমরা জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে কিভাবে খাপ-খাওয়াবো ও মানিয়ে নেবে সে বিষয়ে ভাবতে শুরু করি তখন সবচেয়ে পরীক্ষিত ও সুপরিচিত পদ্ধতি হিসেবে ঝুঁকি হ্রাসের কথাই বিবেচনা করি।

তিনি বাংলাদেশ ও কিউবার উদাহরণ দিয়ে বলেন এ দুটি দেশ ঘুর্ণিঝড় ও হ্যারিকেনের ঝুঁকি হ্রাস করার জন্য কঠোর পরিশ্রম করেছে যার ফলে এ ধরনের দুর্যোগের কারণে যে প্রাণহানি ও ক্ষয়ক্ষতি হয় তা কমিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে।

অন্যদিকে ২০০৫ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ উপকুলে হ্যারিকেন ক্যাটরিনা আঘাত হানলে এবং ১৯৯৫-এ জাপানের কোবে ভুমিকম্পে যে ক্ষয়ক্ষতি হয় তা থেকে আমরা বুঝতে পারি যে এমনকি উন্নত ধনী দেশগুলোরও ঝুঁকি হ্রাস এবং তাদের দেশ ও নাগরিকদের নিরাপদে রাখার জন্য আরও কিছু করার বাকী রয়েছে।

গ্রিনহাউজ গ্যাস নিগমর্ণ হ্রাস করার জন্য নতুন চুক্তির বিষয়ে ডেনমার্কের রাজধানীতে আন্তজার্তিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হবার কথা রয়েছে। ডিসেম্বরের ৭ থেকে ১৮ তারিখের মধ্যে এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে। বৈঠকের আর মাত্র ১৬ দিন বাকী রয়েছে অথচ এখনো প্রধান প্রধান

রাজনৈতিক বিষয়গুলোর সুরাহা হয়নি। আর একারণেই বিশ্বের তাপমাত্রা বৃদ্ধির মোকাবেলায় আইনগতভাবে বাধ্যতামুলক চুক্তিতে পৌঁছানো যাবে কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ দেখা দিয়েছে।

তিরি আরও বলেন আইনগতভাবে বাধ্যবাধকতামূলক চুক্তিতে পৌঁছানো যাক বা না যাক আমি কোপেনহেগেন সম্মেলন থেকে যা আশা করছি তা হল আমাদের সামনে এগিয়ে যাবার জন্য যে সহযোগিতা প্রয়োজন তাকে দৃঢ় সমর্থন প্রদান ও বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ অব্যাহত রাখার বিষয়ে বিশ্ব নেতৃবৃন্দ দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করবে।

মিজ ভালস্ট্রম আরো বলেন " তবে স্বল্পতম সময়ের মধ্যে তারা একটি আইনগতভাবে বাধ্যতামুলক চুক্তিতে পৌঁছানো না পর্যন্ত আমাদের প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। "

পাকিস্তানে গৃহহীন লাখো মানুষকে সহায়তা করছে দাতা সংস্থাগুলো -জাতিসংঘ

১৯ নভেম্বর–পাকিস্তানে সপ্তাহ তিনেক আগে ব্যাপকভাবে শুরু করা সামরিক অভিযানে লাখ লাখ মানুষ বাস্তচ্যুত হয়েছে। জাতিসংঘ ও তাদের সহযোগী সংস্থাগুলো বেসামরিক এসব লোকজনের সহায়তায় এগিয়ে এসেছে।

জাতিসংঘের মানবিক সহায়তা সমন্বয় বিষয়ক দপ্তরের (ওসিএইচএ) হিসাব অনুযায়ী, দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তানে সামরিক বাহিনী ও জঙ্গীদের মধ্যে লড়াই শুরু হলে কমবেশি চার লাখ লোক নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে পাশের দুটি জেলায় পালিয়ে যায়।

এর মধ্যে অক্টোবরের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত তিন লাখের মতো লোক ওই এলাকা ছেড়ে পালিয়ে গেছে। এদের বেশিরভাগই আবার দরিদ্র যাদের মানবিক সহায়তা অপরিহার্য হয়ে পড়েছে।

ওসিএইচএ জানায়, নিরাপত্তা না থাকা সত্ত্বেও ত্রাণ কর্মীরা সেখানকার বাস্তুচ্যুত লোকজনকে সহায়তা দিয়ে যাচ্ছে।

জাতিসংঘের শরণার্থী বিষয়ক হাইকমিশনারের একটি সহযোগী সংস্থা নভেম্বরের প্রথমদিক থেকে দেরা ইসমাইল খান জেলায় নয় হাজারের মতো তাবু বিতরণ করেছে। আশ্রয়দাতাদের জন্য তারা যাতে বোঝা হয়ে না দাড়াঁয় সেজন্য তাদের বাগানে ওই সব তাবু খাটিয়ে বাস্তচ্যুতের থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

এ ছাড়া জাতিসংঘের অঙ্গ ও সহযোগী সংস্থাগুলো অভ্যন্তরীণ সংঘর্ষের কারণে বাস্তুচ্যুত হওয়া ব্যক্তিদের তালিকা তৈরিতে সহায়তা করেছে। মাসিক ভিত্তিতে তাদের খাদ্য, গৃহস্থালি সামগ্রী ও পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন থাকার সরঞ্জাম দেওয়া হচ্ছে। এর পাশাপাশি শিশুদের টিকা ও সবার জন্য পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করছে সংস্থাগুলো।

জাতিসংঘ বার বার দুই পক্ষের কাছেই নিরস্ত্র বেসামরিক ব্যক্তিদের বিশেষ করে নারী ও শিশুদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার আহ্বান জানিয়ে আসছে। সেই সঙ্গে তারা যাতে নিরাপদে সংঘর্ষস্থল ত্যাগ করতে পারে তার পথ তৈরি করে দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে জাতিসংঘ।

জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় নারীরা মুল ভূমিকা রাখতে পারে বলে জাতিসংঘের প্রতিবেদনে গুরুত্বারোপ

১৮ নভেম্বর– বিশ্বে সবচেয়ে ঝুঁকির মুখে থাকা দরিদ্র মানুষগুলোই আবার জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ভয়াবহ ক্ষতির মুখে পড়বে। আজ প্রকাশিত জাতিসংঘের এক প্রতিবেদনে এ কথা বলা হয়েছে। একই সঙ্গে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় দরিদ্রদের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী হিসেবে নারীদের বিষয়টিকে গুরুত্বের সঙ্গে দেখার জন্য নীতিনির্ধারকদের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে।

জাতিসংঘের জনসংখ্যা তহবিলের (ইউএনএফপিএ) এ প্রতিবেদনে সতর্ক করে বলা হয়, জীবনধারনের জন্য দরিদ্ররা কৃষির ওপর বেশি নির্ভরশীল। এ কারণে খরা, আকস্মিক বন্যা ও ঘুর্ণিঝড়ের সময় তারা অর্ধাহারে অনাহারে থাকে, তাদের আয়ের উৎস কমে যায়।

ইউএনএফপিএ'র *দ্য স্টেট অব ওয়ার্ল্ড পপুলেশন* ২০০৯ শীর্ষক প্রতিবেদনে বলা হয়, দরিদ্রদের মধ্যে প্রত্যন্ত এলাকায় বসবাসের প্রবণতাও দেখা যায়। এসব এলাকা বন্যা, জলোচ্ছ্বাস ও ঝড়ের জন্য ঝুঁকিপুর্ণ। প্রতিবেদনে জোর দিয়ে বলা হয়, বিশ্বে দিনে এক ডলারের নিচে আয় করা দেড়শ কোটি মানুষের বেশিরভাগই নারী। আর তাই নারীরাই জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সবচেয়ে বেশি ক্ষতির মধ্যে রয়েছে।

ইউএনএফপিএ'র নির্বাহী পরিচালক থোরায়া আহমেদ ওবায়েদ বলেন, 'জলবায়ু পরিবর্তনে গরীব দেশগুলোর ভূমিকা কম থাকলেও ওই

সব দেশের গরীব মানুষই সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়।’

মিজ. ওবায়েদ বলেন, ‘জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট সম্ভাব্য দুর্যোগে বিশ্বের ৩৪ লাখ নারী ও শিশু ক্ষতিগ্রস্ত হলে বিষয়টিকে আমরা অবহেলা করতে পারব না ; তার চেয়ে জলবায়ু পরিবর্তনের মোকাবেলায় ৩৪ লাখ এজেন্ট তৈরি করাই কি বুদ্ধিমানের কাজ নয়?’

প্রতিবেদনের সমাপ্তি টানা হয় এভাবে, জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সংগ্রাম আরও সফল হবে যদি নীতি, কর্মসূচি ও ব্যবস্থা গ্রহণের সময় নারীদের চাহিদা, অধিকার ও সম্ভাবনাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়।

এতে গুরুত্বের সঙ্গে বিভিন্ন গবেষণাপত্রের কথা উলে-খ করা হয়। এতে দেখা যায়, প্রাকৃতিক দুর্যোগে সাধারণত পুরুষের চেয়ে নারীরা বেশি মারা যায়। কম আয় ও অবস্থাগত পার্থক্যের কারণে নারী ও পুরুষের মারা যাওয়ার ব্যবধান বেশি।

ইউএনএফপিএ’র ওই প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, নারী ও শিশুদের বিষয়ে বিশেষ করে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে বিনিয়োগ অর্থনৈতিক অগ্রগতি ত্বরান্বিত করে, দারিদ্র্য কমিয়ে দেয় এবং পরিবেশের সুবিধা বাড়িয়ে দেয়। এতে বলা হয়, প্রাপ্তবয়স্ক বেশি শিক্ষিত মেয়েরা বিয়ের পর ছোট ও সুখী পরিবার গঠনে আগ্রহী। কেননা তাদের পরিবার পরিকল্পনাসহ প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ক সেবা নেওয়ার সুযোগ থাকে। এর ফলে সন্তান উৎপাদনের হার কমে যায়, যা দীর্ঘ মেয়াদে ধীরে ধীরে গ্রিন হাউস গ্যাস নির্গমন কমাতে সহায়তা করে।

জেরুজালেমে বসতি স্থাপন সম্প্রসারণে ইসরায়েলি সিদ্ধান্তের নিন্দা করেছেন বান

১৭ নভেম্বর– জেরুজালেমের গিলো বসতি স্থাপনার পরিধি বাড়ানোর জন্য ইসরায়েল আজ যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে, তার সমালোচনা করেছেন মহাসচিব বান কি-মুন। তিনি জোর দিয়ে বলেছেন, ১৯৬৭ সালের যুদ্ধের সময় দখল করে নেওয়া ফিলিস্তিনি এলাকায় এ বসতি স্থাপন করা হয়েছিলো।

মহাসচিবের একজন মুখপাত্র কর্তৃক ইস্যুকৃত এই বিবৃতিতে বলা হয়, ‘মহাসচিব আবারও বলেছেন যে, এ ধরনের বসতি স্থাপন অবৈধ। তিনি ইসরায়েলকে মহাপরিকল্পনার সময় করা প্রতিশ্রুতির প্রতি সম্মান দেখানোর জন্য আহ্বান জানিয়েছেন। এ মহাপরিকল্পনা অনুসারে ইসরায়েল তার বসতি স্থাপনের সকল কার্যক্রম, এমনকি বসতির স্বাভাবিক সম্প্রসারণ থেকেও বিরত থাকার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল।’ ইসরায়েল ও ফিলিস্তিন এই দুই রাষ্ট্রকে পাশাপাশি শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে অবস্থানের স্বপ্ন নিয়ে এই মহাপরিকল্পনা করা হয়েছিল।

বিবৃতিতে আরও বলা হয়, ‘মহাসচিব বিশ্বাস করেন এমন কর্মকা□র ফলে শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা বাধাগ্রস্ত হবে এবং দুই-রাষ্ট্র সমাধানের সম্ভাবনা নিয়ে সংশয় তৈরি হবে।’

ইসরায়েলের বসতি স্থাপন কর্মসুচি বন্ধ করা এবং পূর্ব জেরুজালেমে ফিলিস্তিনের ঘরবাড়ি উচ্ছেদ ও ধ্বংস বন্ধের জন্য সাম্প্রতিক সময়ে দেওয়া বান কি-মুনের বিবৃতিগুলোর মধ্যে এটি সর্বশেষ। গত মাসে তিনি বলেছিলেন, মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি আনতে হলে জেরুজালেমকে অবশ্যই ইসরায়েল ও ফিলিস্তিন এই দুই রাষ্ট্রের রাজধানী করতে হবে এবং পবিত্র স্থানগুলোর ব্যবস্থাপনা সবার কাছে গ্রহণযোগ্য হতে হবে।

** ** **